চুয়াডাঙ্গায় সাপের কামড়ে শিশুর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নতুন ভান্ডারদহ গ্রামে সাপের কামড়ে আওলিয়ার রহমান (০৫) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আওলিয়ার রহমান নতুন ভান্ডারদহ গ্রামের আমান আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, বুধবার রাতে আওলিয়ার বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এ সময় বিষধর একটি সাপ শিশুটির পায়ে কামড় দেয়।

তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

খোকসার নতুন ইউএনও‘র করোনা জয়

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মেজবাহ উদ্দীন করোনা জয় করে কর্মস্থলে যোগদান করেছেন।
বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) তিনি তার কর্মস্থল খোকসা উপজেলায় যোগদান করেন। কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
জানা গেছে, গত ১৩ জুন দুপুরে তিনি খোকসার ৩৩ তম নির্বাহী হিসেবে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যোগদান করেন। এর পর ১৪ জুন তিনি কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে প্রশাসনিক নির্দেশনায় করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা দেন। ১৫ জুন তার করোনা পজেটিভ আসে। টানা ১৫ পর গত ৩০ জুন তিনি করোনা থেকে জয়লাভ করে।
এ ব্যাপারে খোকসা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মেজবাহ উদ্দিন বলেন, খোকসাবাসীর দোয়ায় ও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ মেহেরবানীতে ১৫ দিন পর টেস্টে নেগেটিভ এসেছে এবং আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আপনাদের মাঝে ফিরে এসেছি।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আপডেট:: মেহেরপুরে একই পরিবারের ৬জনসহ আক্রান্ত ৭

মেহেরপুরে নতুন করে গত ২৪ ঘন্টায় আরো ৭ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। সবগুলোই মেহেরপুর পৌর শহরের। আক্রান্ত ৭ জনের মধ্যে একই পরিবারের ৬জন। এনিয়ে জেলায় ৮৭ জন করোনায় আক্রান্ত হলেন। এর মধ্যে ৩৩ জন সুস্থ হয়েছেন, ৫ জন মারা গেছেন। ৮ জন রেফার্ড করা হয়েছে।

আক্রান্তরা হলেন- মেহেরপুর শহরের নীলমনি হলপাড়ার ফরহাদুল রেজা। তিনি জীবননগর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা। তার পরিবারের আরো ৫জন । তারা হলেন বুলবুল (২৬), বাঁধন (২১), হীরা (৩৮), তাসিন (৮), আরিছা (১৩)। বাকি একজন হলেন পুরাতন আক্রান্ত তানিয়ার বোন মন্ডলপাড়ার জান্নাতুল।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, আজ কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯টি রিপোর্ট এসেছে। এর মধ্যে ৭টি পজিটিভ, বাকিগুলো নেগেটিভ।

তিনি জানান, এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা ১৮৮৮টি।

মেহেরপুর জেলায় পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা বর্তমানে ৪১ (সদর-২৪, গাংনী-১৪, মুজিবনগর-৩) জন।

মেহেরপুরে নতুন ৭ জন করোনা

পজিটিভ

মেহেরপুরে নতুন করে গত ২৪ ঘন্টায় আরো ৭ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। সবগুলোই মেহেরপুর পৌর শহরের। আক্রান্ত ৭ জনের মধ্যে একই পরিবারের ৬জন। এনিয়ে জেলায় ৮৭ জন করোনায় আক্রান্ত হলেন। এর মধ্যে ৩৩ জন সুস্থ হয়েছেন, ৫ জন মারা গেছেন। ৮ জন রেফার্ড করা হয়েছে।

আক্রান্তরা হলেন- মেহেরপুর শহরের নীলমনি হলপাড়ার ফরহাদুল রেজা। তিনি জীবননগর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা। তার পরিবারের আরো ৫জন । তারা হলেন বুলবুল (২৬), বাঁধন (২১), হীরা (৩৮), তাসিন (৮), আরিছা (১৩)। বাকি একজন হলেন পুরাতন আক্রান্ত তানিয়ার বোন মন্ডলপাড়ার জান্নাতুল।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, আজ কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯টি রিপোর্ট এসেছে। এর মধ্যে ৭টি পজিটিভ, বাকিগুলো নেগেটিভ।

তিনি জানান, এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা ১৮৮৮টি।

মেহেরপুর জেলায় পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা বর্তমানে ৪১ (সদর-২৪, গাংনী-১৪, মুজিবনগর-৩) জন।

বাজেটের কপি ছেঁড়া সংসদের প্রতি চরম অবমাননা: ওবায়দুল কাদের

সংসদ ভবনের সামনে বাজেটের কপি ছিঁড়ে ফেলা সংসদের প্রতি চরম অবমাননা বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

তিনি বলেন, এটি মহান সংসদের প্রতি চরম অবমাননা। এটি তাদের (বিএনপির সংসদ সদস্যদের) শপথ ভঙ্গেরও শামিল। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই।

তিনি বলেন, জাতির ক্রান্তিকালে তারা দায়িত্বশীল আচরণ করেনি। তারা চেয়েছিল, সংসদ যাতে কোনও বাজেট পাস না করে। বাজেট ছাড়া একটি রাষ্ট্র তারা দেখতে চেয়েছিলেন। তারা দেশে একটি হতাশাজনক অবস্থা দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা মানুষের মধ্যে আশার আলোর সঞ্চার করতে পেরেছি, যা এই মহামারী পরিস্থিতিতে অত্যন্ত প্রয়োজন।

বৃহস্পতিবার বিকালে সংসদ ভবন এলাকার সরকারি বাসভবন থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট অনুমোদন পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

ওবায়দুল কদের বলেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই মহামারীর সময়ই আমাদের বাজেট প্রণয়ন করতে হয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের আর্থিক বছরের গণনা আমাদের চেয়ে ভিন্ন হওয়ায় (যেমন জানুয়ারি টু ডিসেম্বর, এপ্রিল টু মার্চ, অক্টোবর টু সেপ্টেম্বর) তাদের এই সময়ে বাজেট করতে হয়নি। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশ এবং দক্ষিণ গোলার্ধের কিছু দেশে আমাদের মতো জুলাই থেকে জুন আর্থিক বছর ধরা হয়।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ৫ লক্ষ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ এই সময়ে যেসব দেশ বাজেট প্রণয়ন করেছে, তাদের অধিকাংশই করোনা পরিস্থিতির কারণে তাদের বাজেট উল্লেখযোগ্যভাবে সংকোচন করেছে। কোনও কোনও দেশ বাজেট দিতে ব্যর্থ হয়ে বিশেষ আইনের সহায়তায় বাজেট প্রণয়ন স্থগিত করেছে। এই সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার দুই একটি দেশসহ (যেমন পাকিস্তান) পৃথিবীর অনেক দেশে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

সেতুমন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯-এর প্রভাবে দেশের স্বাস্থ্যখাতে যে সাময়িক প্রয়োজন উদ্ভূত হয়েছে তা মেটানো এবং অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে যে ক্ষয়-ক্ষতি সৃষ্টি হবে তা পুনরুদ্ধারের কৌশল বিবেচনায় নিয়ে এই বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি আওয়ামী লীগ সরকারের ১৭তম এবং বর্তমান মেয়াদের দ্বিতীয় বাজেট। এ বাজেটে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং করোনাভাইরাস মোকাবেলায় জীবন ও জীবিকা রক্ষার উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য, কৃষি, কর্মসৃজন ও সামাজিক নিরাপত্তাকে

অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এছাড়া আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহ অর্জনের প্রয়াস আরও জোরদার করা হবে। আমাদের সরকার দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১) অনুমোদন করেছে। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন, গত এক দশকেরও অধিক সময় ধরে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা যদি দেশের এই অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নয়ন না করলে এই পেনডেমিক পরিস্থিতিতে দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হতো। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী যদি ২০০৯ এর পর দেশে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর উৎপাদন বৃদ্ধি না করতেন, তাহলে এই পেনডেমিকে এদেশের মানুষ বিদ্যুৎবিহীন দুঃসহ পরিস্থিতি কীভাবে সহ্য করতো আর হাসপাতালগুলো কীভাবে চলতো, সেটি আমরা চিন্তাও করতে পারছি না।

এই বাজেটে কৃষি খাত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত জানিয়ে তিনি বলেন, কৃষিতে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মধ্যে আমরা চাল উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। করোনাত্তোর কৃষিখাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উৎপাদন, বাজারজাতকরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করার মাধ্যমে খাদ্য সঙ্কট যাতে তৈরি না হয় সেদিকে নজর দেওয়াই আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। করোনা-পরবর্তী পরিস্থিতিতে কোনভাবেই যাতে খাদ্য সঙ্কট সৃষ্টি না হয় সে জন্য এক ইঞ্চি আবাদি জমিও ফেলে না রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে আমি কৃষি মন্ত্রণালয় ও তার সকল সহযোগী সংস্থাগুলোকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশনা দিয়েছেন।

এসময় বাঙালির সব অর্জনের পেছনে আওয়ামী লীগের অবদান রয়েছে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, জাতির পিতার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাই এনে দেয়নি, এই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যা যা করা প্রয়োজন ছিল তার সবকিছুই করেছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এদেশের জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি অর্জিত হয়েছে। স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রতীক আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলেই বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়।

তিনি আরও বলেন, মোটা দাগে বলতে গেলে, বাঙালি জাতি হিসেবে এ

পর্যন্ত যা কিছু পেয়েছে, তার সবকিছুই দিয়েছে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ; দিয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এবং দূরদর্শী ও বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা। পঁচাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশের সব অর্জন শেখ হাসিনার কারণেই। পিতার মতো তিনি দেশের মানুষকে ভালোবেসে পুরো জীবন উৎসর্গ করেছেন। শেখ হাসিনা নিজের দর্শন-চিন্তা- কর্মপ্রচেষ্টা দিয়ে সমুজ্জ্বল হয়ে আছেন বাঙালির হৃদয়ে।

যুগান্তর রিপোর্ট

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোর উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোর উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সংস্কার ও আধুনিকায়নের জন্য এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে শ্রমিকদের শতভাগ পাওনা বুঝিয়ে দেয়া হবে। শ্রমিকদের পাওনা টাকা সরাসরি তাদের অ্যাকাউন্টে দেওয়া হবে।

বৃহস্পতিবার সকালে গণভবনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সংবাদ ব্রিফিংয়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস এসব তথ্য জানান।

দেশে ২৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল রয়েছে।

মুখ্য সচিব বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোর আধুনিকায়ন ও রিমডেলিংয়ের জন্য উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রমিকদের শতভাগ পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া হবে। শ্রমিকদের পাওনা বুঝিয়ে দিতে পাঁচ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

ড. আহমদ কায়কাউস বলেন, শ্রমিকদের আরও দক্ষ করতে প্রশিক্ষণ দেবে সরকার। পরবর্তীতে এ কারখানাগুলো পুনরায় চালু হলে নিয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমান শ্রমিকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

এক প্রশ্নের জবাবে মুখ্য সচিব বলেন, পাটকল শ্রমিকরা এতোদিন ঠিকমতো তাদের পাওনা পেতো না। এখন তাদের সব পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, মূলত শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য ৫০ শতাংশ পারিবারিক সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে দেওয়া হবে। এতে শ্রমিকরা এখন যে অবস্থায় আছেন তার চাইতে বেশি ভালো থাকবেন।

যুগান্তর রিপোর্ট

করোনা ও তারুণ্যের অর্থনীতি ভাবনা

দৃশ্য-০১: বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লাখ লাখ শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। তাদের একটা অংশ প্রতিবছরের শেষে কিংবা শুরুতে পড়াশুনার পাঠ চুকিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। যদিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার জন্যে দীর্ঘায়িত হচ্ছে সে প্রক্রিয়া। করোনা পরিস্থিতি ভাল হলেই তাৎক্ষণিকভাবেই তারা একাডেমিক যোগ্যতা অর্জন করে ফেলবে।

দৃশ্য-০২: আমাদের দেশীয় আয়ের বড় একটা অংশ আসে রেমিট্যান্স থেকে। যার সিংহভাগই মিডেল ইস্টে। কিন্তু মিডেল ইস্টের অধিকাংশ দেশই তেলের উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে বিশ্ববাজারে তেলের দাম আশংকাজনক হারে কমে যাওয়ায় মন্দার কবলে পরতে যাচ্ছে সে সব দেশ। যা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার একটা বড় সম্ভবনা রয়েছে। তার ফলাফল ইতোমধ্যেই আমরা দেখতে পারছি। অনেক দেশ থেকেই কর্মীরা ফেরত আসছে, এবং তাদের আবার কর্মস্থলে ফিরে যাবার সম্ভাবনা বা সুযোগ কম।

দৃশ্য-০৩: আইএলও বলছে বিশ্বজুড়ে প্রায় ৪০ ভাগ চাকরি কমেছে। কমবে আরো বেশি।

দৃশ্য-০৪: বর্তমানে দেশে সরকারি চাকরিজীবীরা বাদে বাকিদের অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হচ্ছে। বেতন কমছে,কিংবা বকেয়া জমছে কিংবা ছাটাই হচ্ছে বা হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে দিন কাটাচ্ছে।

প্রথম দৃশ্য মতে দেশে অনেক তরুন অর্থনীতিতে প্রবেশ করতে চেষ্টা করবে। দ্বিতীয় দৃশ্য মতে, দেশে ফেরত আসা অনেক মানুষ বেকার হয়ে চাকরির বা ব্যবসার সন্ধান করবে। তৃতীয় দৃশ্য মতে দেশে চাকরী কমে যাবে। প্রথম তিনটা দৃশ্য যদি আমরা এক সুতায় আনতে চাই, আমরা দেখবো দেশে খুব সহসাই ‘বর্তমান কর্মক্ষম’ মানুষের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে কিন্তু সহসাই চাকরি বাড়বে না। তাই অনেক বড় একটা অংশ ব্যবসা করতে আগ্রহী হবে।

ব্যবসায় আগ্রহী হওয়া বড় সংখ্যার মানুষের মূলধন এবং দক্ষতার ঘাটতি দেখা দিবে। আমরা যদি মূলধন নিয়েই কথা বলি, এই করোনায় পারিবারিক আয় ও সঞ্চয় কমছে। তাই আশংকা করা যায়, ব্যবসার জন্য তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ভাবেই মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে ব্যাংক বড় একটা ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে অনেক বছর ধরেই আমাদের ব্যাংক সেক্টরের অবস্থা ভাল নেই। প্রতিনিয়ত বাড়ছে খেলাপী ঋণের পরিমাণ, অর্থ পাচার তো আছেই। এর পাশাপাশি সরকার বড় একটা পরিমাণ ব্যাংক ঋণ নিয়ে থাকে। ব্যাংক যদি লোনে সুদের হার বাড়ায় সেক্ষেত্রে নতুন বা ছোট পরিসরে থাকা ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ বর্তমানে মানুষের ক্রয়ক্ষমতাও হ্রাস পাচ্ছে। ব্যবসায় রাতারাতি লাভ করাও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। এছাড়া বড় একটা সংখ্যা ব্যবসা শুরু করতে না পেরে বা চাকরি না পেয়ে বা দক্ষতা অর্জন করতে না পেরে যদি অপরাধের সাথে যুক্ত হয়ে যায় তাহলে সমাজে ক্রাইমের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। অতীত মহামারীর পরে সমাজে বিশৃঙ্খলা বাড়ার ইতিহাস রয়েছে।

আর সমাজে যদি বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়, তাহলে ব্যবসা অনুকূলতা না পেয়ে অনেকেই ব্যবসায় আগ্রহ হারাবে, বাড়বে না বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান। বাজারকে বিশ্বাস করতে না পারলে বিনিয়োগ কমে যায়।

এর মাঝেই দৃশ্যমান হবে চতুর্থ দৃশ্য! বড় একটা অংশ তখন কষ্ট করে হলেও সরকারি চাকরির পেছনে ছুটবে। ৩০ বছর পর্যন্ত চেষ্টা করতে থাকবে, কিন্তু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হবে না, এটাও দেশের জন্যে একটা অর্থনৈতিক ক্ষতি।

সম্ভাব্য ফলাফল গুলো ভয়াবহ। আমাদের এখনি সচেতন হতে হবে। গড়ে তুলতে হবে দক্ষ জনশক্তি, বাজারকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে যাতে বিনিয়োগ বাড়ে। তরুণদের হাতেই গড়ে উঠতে পারে আগামীর সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ। আবার হতে পারে উল্টোটাও! ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এখনি আমরা কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি তার উপর।

লেখক: ডেভলপমেন্ট এক্টিভিস্ট, ই-মেইল:rafiuahamed1971@gmail.com

জীবননগরে কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরণ

জীবননগরে কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।গতকাল বৃহস্প্রতিবার সকাল ১১টার সময় জীবননগর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে খরিপ-১/২০-২১ মৌসুমে পারিবারিক কৃষির আওতায় সবজি পুষ্টি বাগান স্থাপনের লক্ষ্যে জীবননগর উপজেলায় ২শ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকনের সভাপতিত্বে উপজেলা কৃষি প্রশিক্ষণ হলরুমে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে উপকরণ বিতরণ করেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,জীবননগর উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার,সহকারী কৃষি কর্মকর্তা আরিফ হোসেন প্রমুখ।